মতিমহলের
পৌরাণিক চিত্র
শ্রীদুর্গা
পরিচালনা: শৈলজানন্দ
ইষ্টার্ণ
টকীজ
রিলিজ
5-10-45

মতিমহল থিয়েটার্সের নিবেদন

শ্রীদুর্গা

সংগীত পরিচালক :	সুবল দাশগুপ্ত
সঙ্গীত রচয়িতা :	শৈলেন রায়
চিত্রশিল্পী :	অজয় কর
শব্দযন্ত্রী :	কে. ডি. ইরাণী
রসায়নাগারিক :	ধীরেন দাসগুপ্ত
সম্পাদক :	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশক :	বটু সেন
স্থিরচিত্রশিল্পী :	সত্য সান্যাল
ব্যবস্থাপক :	পশুপতি কুণ্ডু

সহকারী

পরিচালনায় :	ন্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায়
	কমল চট্টোপাধ্যায়, খগেন রায়
	ফণী পাল, অমিয় ঘোষ
সঙ্গীত পরিচালনায় :	গোপেন মল্লিক
চিত্র শিল্পে :	দশরথ বিশাল
শব্দ যন্ত্রে :	পাঁচু দাস
সম্পাদনায় :	অজিত দাস
প্লে-ব্যাকে :	সরোজ বোস
রসায়নাগারে :	শম্ভু, মন্টু, চণ্ডী, সুরেশ, সামাদ
ব্যবস্থাপনায় :	তারক পাল, অতুল স্বর্ণকার

রূপকার :	সুধীর দত্ত, রমেশ, গুরু
সজ্জাকর	নারাণ শেখ, ফকির
আলোকসম্পাত :	আনি হোসেন

ভূমিকায়

৺রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ, মিহির ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ হালদার, পশুপতি কুণ্ডু, আশু বোস, এন-এম, রাইমোহন, অনিল দেবদাস, সুবল,কানু, সাধন,সুধীর,মোহন,

আরও হাজার হাজার

ছায়া দেবী, সরযূবালা, রেণুকা রায়, সাবিত্রী দেবী, অপর্ণা, ছোট ছায়া, বীণা, বেলা, সুষমা, আরও অনেকে

মূর্ত্তি তৈরী করেছেন—কে. সি. পাল এণ্ড কোম্পানী

সাজ সজ্জা যুগিয়েছেন—সিনে সার্ভিস এজেন্সী

আগুনের কাজ করেছেন—রয়েল ফায়ার ওয়ার্কসের কর্ণধার মিঃ কি. ডি. চিত্রকর।

একমাত্র পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

মূল্য দুই আনা

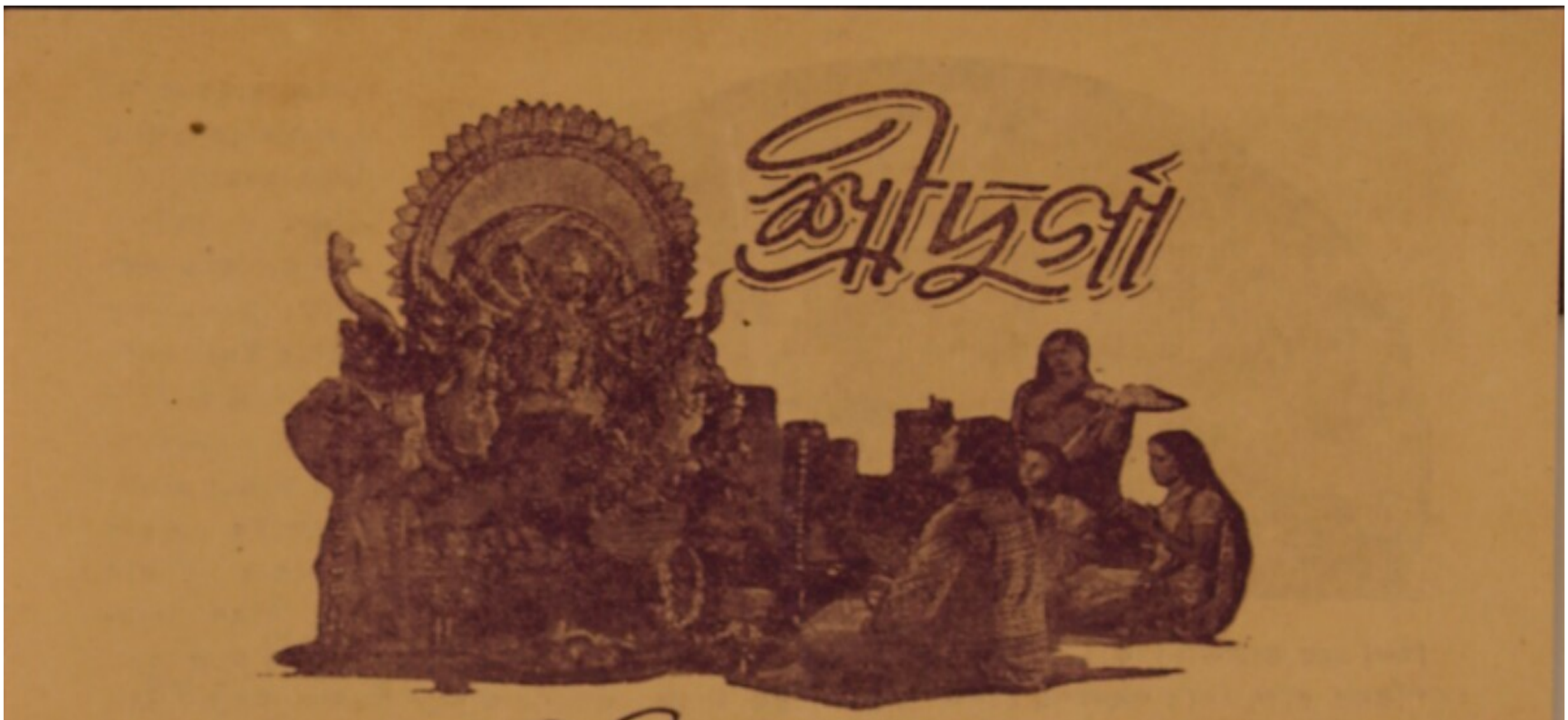

কাহিনী

পঞ্চবটী বন থেকে সীতাকে অপহরণ করে' রাবণ লঙ্কায় চলে গেছেন। লঙ্কার অশোক-কাননে সীতা তখন বন্দিনী। রাজার অন্তঃপুরে বিদ্রোহ করেছে রাজার সহোদর বিভীষণ।

'সীতাকে ফিরিয়ে দাও দাদা!'—রাবণ কিন্তু কারও বারণ শুনলেন না। বিভীষণকে পদাঘাত করে' রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করলেন।

* * * * *

মুষ্টিমেয় অনার্য্য সৈন্য নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র অতিকষ্টে সাগর অতিক্রম করে' লঙ্কায় এলেন যুদ্ধের সজ্জায়। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো। অমিত পরাক্রমশালী ইন্দ্রজিতের অদ্ভুতপূর্ব্ব রণকৌশল দেখে শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদ গণলেন। বললেন: 'লক্ষ্মণ, সীতা উদ্ধার বুঝি হ'লো না।' কিন্তু হনুমান ও লক্ষ্মণ জীবন পণ করেছে সীতা উদ্ধারের জন্য। তারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না।

যুদ্ধে বহু রাক্ষস নিহত হ'লো। বিভীষণের পুত্র তরণীসেন মারা গেল। স্বামী-পরিত্যক্তা সরমার একমাত্র পুত্র তরণীসেন। সরমার সকাতর ক্রন্দন-বিলাপে বিচলিত হয়ে ইন্দ্রজিত তার রাক্ষসী মায়ার ইন্দ্রজাল বিস্তার করে' শ্রীরামচন্দ্রের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। ভাবলে, বন্দিনী সীতাকে হত্যা করলেই যুদ্ধের অবসান হয়ে যাবে; তাই সে তৎক্ষণাৎ তার এক অনুগত অনুচর রাক্ষসকে মায়াবলে সীতার রূপ ধারণ করবার জন্য আদেশ করলে। তারপর লক্ষ্মণ ও হনুমানকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই মায়াসীতাকে হত্যা ক'রে মেঘনাদ ইন্দ্রজিত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অট্টহাস্যে লঙ্কার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগলো।

লক্ষ্মণ ও হনুমান ভাবলে, শত্রুহস্তে বন্দিনী যে-সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য এই যুদ্ধের আয়োজন, সেই সীতাই যখন গেল, তখন আর বৃথা এ যুদ্ধ! কিন্তু সীতা-হত্যাকারী এই ইন্দ্রজিতকে হত্যা না করে' তারা শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করবে না—এই হ'লো তাদের দৃঢ়বদ্ধ পণ। এবং এই পণবদ্ধ হয়ে মহাবীর হনুমানের সাহায্যে গোপনে তারা রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিত তখন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার জন্যে সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে; হনুমান তাকে আক্রমণ করলে। লক্ষ্মণ তাকে বধ করে' সীতা হত্যার প্রতিশোধ নিলে। রাণী মন্দোদরী শোকে অধীর হয়ে স্বামীকে বললেন: সীতাকে তুমি যদি মুক্তি দিতে না চাও, আমি

নিজে তাকে রামের শিবিরে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

কিন্তু রাবণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লঙ্কা-রাজ্যে কারও কিছু করবার উপায় নেই। সীতাকে মুক্তি দিতে গিয়েও রাণীকে ফিরে আসতে হ'লো। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে রাবণ তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। কারও নিষেধে তিনি কর্ণপাত করলেন না। লক্ষ্মণকে বধ করবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর রাবণ এবার শরণাপন্ন হলেন তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রের। লক্ষ্মণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন তাঁর মহাশক্তিশালী মন্ত্রপূত শক্তিশেল! মরণাপন্ন হয়ে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো রণক্ষেত্রের মাঝখানে। সংবাদ পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র ছুটে এলেন। 'লক্ষণ'! 'লক্ষণ' বলে' উন্মাদের মত চীৎকার করতে করতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন শত্রুব্যূহের মধ্যে। মৃতপ্রায় লক্ষণের দেহ তিনি সেইখান থেকে তুলে আনলেন নিজেদের শিবিরে। শত্রুর শরজালে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তখন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। বিভীষণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: 'নিরস্ত্র অবস্থায় আপনি শত্রুর ব্যূহে কেন প্রবেশ করলেন প্রভু?' ভ্রাতৃবিরহে কাতর শ্রীরামচন্দ্রের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এলো। বললেন: 'রাম-সীতা নাম যদি পৃথিবী থেকে মুছে যায় তো যাক্ বিভীষণ, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ নাম যেন কোনোদিন না মুছে যায়!' হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত থেকে বিষল্যকরণী এনে লক্ষণকে বাঁচালে।

* * *

আবার যুদ্ধ বাধলো! এবার যুদ্ধ হ'লো নিদারুণ!! রাম আর রাবণের যুদ্ধ!!!

রামচন্দ্র রাবণের দিকে যতবার শর-সন্ধান করেন, দেখেন, মায়াবী রাবণ তার রাক্ষসী মায়ায় নিজেকে বহুধা বিভক্ত করে' অট্ট-হাসি হাসছে।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিটি শর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে লাগলো।

অবশেষে রাবণের অব্যর্থ-সন্ধান শরাঘাতে যখন রামচন্দ্রের হাতের ধনুর্বান খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেল, শ্রীরামচন্দ্র তখন রাবণকে একটি প্রণাম করে' যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন।

বিভীষণ বললেন: রাবণ মায়াবী রাক্ষস প্রভু, আপনি অবিচলিত থাকুন। রাবণের পরাজয় অনিবার্য। শ্রীরামচন্দ্র বললেন: মহাশক্তি মহামায়া দেবী দুর্গার বরপুত্র রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত করা সহজসাধ্য নয় বিভীষণ! তোমরা আমার মাতৃপূজার আয়োজন করে' দাও, আমিও একবার সেই দেবীকে আহ্বান করব। বিভীষণ বললেন: দেবী বাসন্তিকার বোধন-মন্ত্র উচ্চারণ করবার এতো উপযুক্ত সময় নয় প্রভু, এখন তো শরৎকাল। শ্রীরামচন্দ্র বললেন: মাকে ডাকবো, তারও কাল, তারও অকাল?

* * * * *

লঙ্কার মৃত্তিকায় তখন সুবর্ণ-বর্ণ শস্যের সমারোহ। আকাশে ক্ষান্তবর্ষণ শরতের বহুবিচিত্র মেঘের খেলা! সুবর্ণ লঙ্কার সেই আকাশ-বাতাস সহসা মুখরিত হয়ে উঠলো অগুরু চন্দন আর সুগন্ধী ধূপের সৌরভে। অকালে ধ্বনিত হয়ে উঠলো দুর্গতিনাশিনী মহামায়া দেবী দুর্গার বোধন-মন্ত্র! কল্পারম্ভ থেকে নবমীপূজা সমাপ্ত হ'লো। তখনও জাগ্রতা দেবীর আবির্ভাব হ'লো না। শ্রীরামচন্দ্র অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন: মাকে আমি স্বচক্ষে যদি দেখতেই না পেলাম, তা হ'লে বৃথা এ দর্শন, বৃথা এ চক্ষু!

এই বলে তিনি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে তাঁর চক্ষু উৎপাটিত করবার জন্যে উদ্যত হলেন।

দেবী দুর্গা তখন সশরীরে আবির্ভূতা হয়ে বললেন: 'ক্ষান্ত হও রামচন্দ্র!' এই মহা-দেবীর আশীর্বাদে শত্রুকে পরাজিত করে' শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেন।

শ্রীদুর্গা-ছায়াচিত্র দেবী-দুর্গার অকাল-বোধনের আখ্যায়িকা।

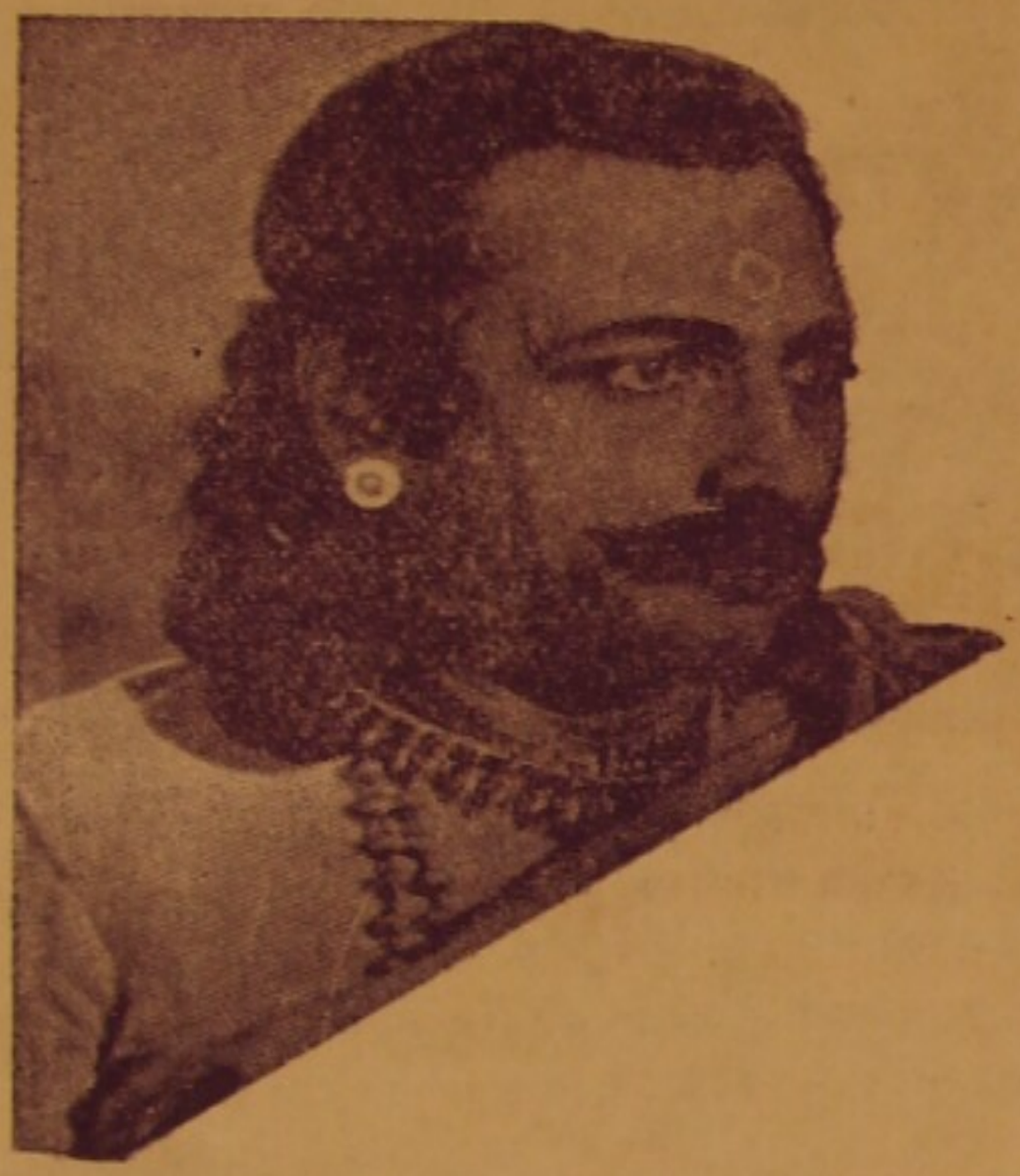

(১)

জাগো জাগো জাগো দেবতা বিজয়ী
জাগো দশানন আজ।
অরুণ মালিকা পরেছে আকাশ
জাগো জাগো মহারাজ ॥
প্রভাত সূর্য্য তোরণের দ্বারে
নাম লয়ে তব ডাকে বারে বারে
ওঠো ওঠো বীর ত্রিলোক-বিজয়ী
পর পর রণ-সাজ ॥

---

(২)

মুঞ্জরিল ফুলগুলি হায় ফুলশাখাতে দোল্ দোল্ দোল্!
ঝুলনাতে দুজনাতে কে বল দুলিবে
হিয়া দিয়ে হিয়া নিয়ে কে ব্যাথা ভুলিবে
শারদপ্রাতে মন যে মাতে স্বপন-বিভোল।
ভুলে থাকা ভুলে গেছি এলো এলো মিলনের দিন
তোমার হাতে বাঁশী বাজে আমার বাজে মনোবীণ
তারি সনে মধুবনে পাখীগানে উতরোল!
আঁখি মাঝে মদিরা যে স্বপন বিলাসী
প্রিয়তম তবসম আমিও যে পিয়াসী
ছন্দ সুরে ঢেউ ওঠে হায় শুনি কলরোল।

---

(৩)

নহ বন্দিনী নহ বন্দিনী তুমি চির-বন্দিতা!
ধরার দুহিতা রাঘবের প্রিয়া বিরহের কবিতা
সীতা, তুমি চির বন্দিতা ॥
যুগে যুগে তুমি পরি' বন্ধন ঘুচাও নিখিলে যত ক্রন্দন
বন্দিনীবেশে মুক্তি দায়িনী তুমি যে অনিন্দিতা!
তোমার ভালে সিন্দুর লিখায়
প্রথম কবিতা লেখা হোলো হায়
আমি পুজারিণী জানকী তোমার হে রাঘব-বাঞ্ছিতা ॥

---

(৪)

জয় রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র বরণ সঘনশ্যাম
জয় সীতাপতি চিরসুন্দর লহ লহ প্রণাম।
জয় শ্যামল শোভন দুঃখ-মোচন পদ্ম-পলাশ-লোচন
নীলোৎপল-মুখমণ্ডল নয়নের অভিরাম।
চলিতে চরণে নখরে লুটায় চন্দ্র সূর্য্য অগণিত হায়
চরণ কমলে এ প্রাণ ভৃঙ্গ গুঞ্জরে অবিরাম।

ইষ্টার্ণ টকীজের চিত্রাবলী

নীলাঙ্গুরীয়

পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপায়নে—ছবি, ধীরাজ, জহর, মলিনা, রেণুকা, দেববালা।
পরিবেশক ঃ ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ

শহর থেকে দূরে

রচনা ও পরিচালনা ঃ শৈলজানন্দ
রূপায়নে—জহর, ধীরাজ, ফণি রায়, নরেশ, আশু বোস,
কানু, মলিনা, রেণুকা, প্রভা।
পরিবেশক ঃ প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

অভিনয় নয়

প্রযোজক কালী ফিল্মস লিমিটেড
রচনা ও পরিচালনা ঃ শৈলজানন্দ
ঃ রূপায়নে ঃ
অহীন্দ্র, ইন্দু: দেবী মুখার্জ্জী শৈলেন, অমল, নবদ্বীপ,
পশুপতি, মলিনা, রেণুকা, সুপ্রভা, পূর্ণিমা, মাঃ শম্ভু,
কুমারী শেফালী, প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ।
পরিবেশক ঃ ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ

হপ্তাশ ঢকাজের নবতম নিবেদন

নতুন বৌ

রচনা ও পরিচালনা—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

— গীতকার —
শৈলেন রায়

— সুরশিল্পী —
সুবল দাশগুপ্ত

ঃ রূপায়নে ঃ

রেণুকা, সন্ধ্যা, অহীন্দ্র, জহর গাঙ্গুলী, দেবী মুখার্জ্জী, তুলসী লাহিড়ী,
কানু, জীবেন, নৃপতি, হুয়া, পশুপতি এবং আরও অনেকে

Published by Motimohal Theatres Limited & printed at Prosanna Printing Press